দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

রাজধানীতে সরকারী স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ॥ অর্থ তদ্বির ও মাস্তানদের চাপ

আনোয়ার আলদীন ॥ রাজধানীর অধিকাংশ সরকারী স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম চলিতেছে। স্বাভাবিক নিয়মে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইলেও এখন চলিতেছে তদ্বির আর অর্থের বিনিময়ে ভর্তি। অর্থ

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

রাজধানীতে সরকারী স্কুলে

(প্রথম পৃঃ পর)

এবং প্রভাবশালীদের জোর তদ্বির থাকিলে এখন কয়েকটি সরকারী স্কুলে ভর্তি কোন ব্যাপারই নহে। ইহার পাশাপাশি ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুলের আশপাশের মাস্তানদের চাপের মুখে কয়েকটি স্কুল প্রধানের নাভিশ্বাসদশা। গত শনিবার বাংলা বাজার সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নুরজাহান খানকে স্থানীয় বিভিন্ন কলেজের ছাত্রনেতা পরিচয়ে ২০/২৫ জন সশস্ত্র ক্যাডার অফিসকক্ষে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। পরে এই স্কুলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করিতে হয়। উহার পর এখনও ভর্তির দাবীতে ক্যাডাররা হুমকি অব্যাহত রাখিয়াছে।

খোঁজ নিয়া জানা যায়, গত ১১, ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ স্কুলে ঈদের পূর্বেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঈদের ছুটি শেষে কয়েকটি স্কুলে শুরু হয় তদ্বির ও অর্থের বিনিময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া। মন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া ঢাকার মেয়র, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা এমনকি ডিসির সুপারিশ নিয়া অভিভাবকরা তাহাদের সন্তানদের ভর্তি করাইতেছেন এমন প্রামাণ্য তথ্য জানা গিয়াছে। অপরদিকে বিভিন্ন স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু শিক্ষক, কর্মচারী অর্থের বিনিময়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি করাইতেছে। পুরাতন ঢাকার ৪টি সরকারী স্কুলের মধ্যে বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয় একমাত্র মেয়েদের স্কুল হওয়ায় এখানে ভর্তির চাপও বেশী। এই স্কুলে প্রথম শ্রেণী, ৪র্থ শ্রেণী, ৫ম শ্রেণী ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর নির্ধারিত আসনের বাহিরে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ১৫/২০ জন ছাত্রী ভর্তি করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই তদ্বিরের মাধ্যমে ভর্তি হইয়াছে বলিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান। স্বয়ং ঢাকার মেয়রেরই ৫টি ভর্তির সুপারিশ আসিয়াছে এখানে। ইহাছাড়া আইনমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সাংসদ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার একাধিক সুপারিশ রহিয়াছে।

বাংলাবাজার স্কুলের সম্মুখে একটি অবৈধ ভর্তিচক্র কাজ করিতেছে। এই চক্রের প্রধান স্কুল গেটের আচার বিক্রেতা আবুল কালাম জানান, তিনি এইভাবে (অবৈধ) ছাত্রী ভর্তি করিয়া অর্জিত পয়সায় সংসার চালান। তাহার সন্তানকেও বিদেশ পাঠাইয়াছেন।